দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 23 MAR 2015
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৩

শিক্ষার্থীদের প্রতি সদয় হউন

সন্তানের ভবিষ্যৎ লইয়া ইংরেজি মাধ্যমের শিক্ষার্থীদের উৎকণ্ঠিত অভিভাবকদের উদ্বেগ এমন পর্যায়ে পৌঁছিয়াছে যে, তাহারা রাস্তায় নামিয়া আসিয়াছেন। মানববন্ধন করিয়াছেন। সংবাদ সম্মেলন করিয়া নিজেদের অসহায়তা তুলিয়া ধরিয়াছেন দেশবাসীর সম্মুখে। একই সাথে সরকার ও রাজনৈতিক দলগুলির নিকট আকুল আবেদন জানাইয়াছেন তাহাদের সন্তানদের প্রতি সদয় হওয়ার জন্য। না, তাহারা নিজের জন্য কাহারও নিকট কোনো প্রকার সাহায্য-সহযোগিতা কিংবা আনুকূল্য চাহেন না। চলমান হরতাল-অবরোধের কারণে পরীক্ষা লইয়া তাহাদের সন্তানরা যেই অনিশ্চয়তার আবর্তে হাবুডুবু খাইতেছে—অভিভাবকরা কেবল তাহার অবসান চাহেন। চাহেন—আগামী মে-জুন সেশনে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে একযোগে অনুষ্ঠিতব্য পরীক্ষায় তাহারা যাহাতে নিশ্চিন্তে, নির্ভয়ে ও নিরাপদে অংশগ্রহণ করিতে পারে—সেই নিশ্চয়তা। বাংলাদেশের অভিভাবকদের এই দাবিদৃষ্টে উন্নত দুনিয়ার মানুষ হয়তো বিস্ময় বোধ করিতে পারেন। ভাবিতে পারেন যে, বিশ্বব্যাপী দেশ বা রাষ্ট্রের সর্বাপেক্ষা মূল্যবান সম্পদ বলিয়া যাহারা বিবেচিত হইয়া থাকে, সেই শিক্ষার্থীদের পরীক্ষা লইয়া অভিভাবকদের আবেদন-নিবেদন জানাইতে হইবে কেন? ইহা কি ক্ষমতাসীন ও ক্ষমতাবহির্ভূত সকল রাজনৈতিক দলের অবশ্যপালনীয় কর্তব্য নহে?

আমাদের শিক্ষার্থীদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ যেমন ইংরেজি মাধ্যমে লেখাপড়া করিতেছে, তেমনি বিশ্ব পরিসরে মেধার স্বাক্ষর রাখিয়া দেশের জন্য বিরল সম্মানও বহিয়া আনিতেছে অব্যাহতভাবে। ইহা সুবিদিত যে, আন্তর্জাতিক শিক্ষা বোর্ডের অধীনে পৃথিবীর অনেক দেশে একই সময়ে ইংরেজি মাধ্যমের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। ফলে চলতি এসএসসি পরীক্ষার ক্ষেত্রে যেটা সম্ভব হইয়াছে—এডেক্সেল, আইজিসিএসই, কেমব্রিজ, ও-লেভেল ও এ-লেভেল প্রভৃতি পরীক্ষার ক্ষেত্রে সেটা অর্থাৎ তারিখ বা সময়সূচি পরিবর্তন সম্ভব নয়। আগে সকাল-সন্ধ্যা হরতালের সময়ে মধ্যরাত্রে এইসব পরীক্ষা নেওয়া হইয়াছে। কিন্তু এইবার লাগাতার হরতাল-অবরোধের কারণে সেই সুযোগও নাই। বরং পরীক্ষার্থীদের নিরাপত্তা ঝুঁকির কারণে এই পরীক্ষা বাতিল হইয়া যাওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়াছে। পরীক্ষা বাতিল হইলে শুধু যে অভিভাবকরা আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হইবেন তাহাই নহে, অপূরণীয় ক্ষতির সম্মুখীন হইবে পরীক্ষার্থীরাও। পরীক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ যাহাদের উপর নির্ভর করিতেছে তাহারা যে এইসব তথ্য জানেন না—এমন ভাবিবার কোনো কারণ নাই। তবু উদ্বিগ্ন অসহায় অভিভাবকরা সেই জানা কথাগুলিই তাহাদিগকে পুনর্বার স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন মাত্র। হয়তো আশা করিতেছেন যে, ইহাতে তাহাদের হৃদয়ে কিছুটা মমত্ববোধ ও সহানুভূতি উদ্রেক হইলেও হইতে পারে।

হতাশাবাদীরা অবশ্য প্রশ্ন তুলিতে পারেন যে, প্রায় পাঁচ কোটি শিক্ষার্থীর অপূরণীয় ক্ষতি এবং লক্ষ লক্ষ এসএসসি পরীক্ষার্থীর অবর্ণনীয় দুর্ভোগও যাহাদের বিবেকে বিন্দুমাত্র রেখাপাত করিতে পারে নাই, তাহাদের নিকট অল্পসংখ্যক ইংরেজিমাধ্যম শিক্ষার্থীর দুর্ভোগের প্রসঙ্গ উত্থাপন করা কি অরণ্যে রোদনের শামিল নহে? ইহার উত্তরে আমরা কবিগুরুর সহিত কণ্ঠ মিলাইয়া বলিব যে, মানুষের উপর বিশ্বাস হারানো পাপ। অন্ধকার যত গাঢ়ই হউক না কেন, আশাই মানুষকে বাঁচাইয়া রাখে। আশাই মানুষকে পরিত্রাণের পথ দেখায়। আমরা এখনও আশা করি যে, সংশ্লিষ্ট সকলের মধ্যে অবশ্যই বিবেকবোধ জাগ্রত হইবে। রাজনীতির ক্ষেত্রে যত মতপার্থক্যই থাকুক না কেন, রাজনীতিকরা এমন কিছু করিবেন না যাহাতে শিক্ষার্থীদের শিক্ষাজীবন ব্যাহত হয়। কারণ আমাদের প্রিয় এই দেশটির ভবিষ্যৎ যে সম্পূর্ণভাবে তাহাদের উপরই নির্ভরশীল—তাহা বলিবার অপেক্ষা রাখে না।